আমাদের সময়

তারিখ ... 09 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

এগিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় পিছিয়ে এবতেদায়ি মাদ্রাসা

এম এইচ রবিন ●

সময়ের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক শিক্ষায় অভিগম্যতা বেড়েছে। হ্রাস পাচ্ছে বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশুর সংখ্যা। এক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বাড়লেও তদারকির অভাবে আশানুরূপ বাড়ছে না এবতেদায়ি মাদ্রাসায়। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, এ অবস্থায় শিশুদের ঝরে পড়া রোধ আর দক্ষতা বাড়াতে নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার আরও বাড়ানো উচিত।

জানা গেছে, বর্তমান সরকারের আমলে জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষার্থী উপস্থিতির হার ৭১.২ শতাংশ। অথচ চার বছর আগেও এসব বিদ্যালয়ে এ হার ছিল ৫২.১ শতাংশ। পুরনো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তমান উপস্থিতির হার ৭২.৪ শতাংশ, যা চার বছর আগে ছিল ৫৮.১ শতাংশ। তবে এবতেদায়ি মাদ্রাসায় উপস্থিতির হার মাত্র ৬৫ শতাংশ, যা চার বছর আগে ছিল মাত্র ৪৭.৪ শতাংশ। এডুকেশন ওয়াচের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপ ১৯৯৮, ২০০০, ২০০৮ ও ২০১৪-এর তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে এমন তথ্য পাওয়া যায়।

প্রাথমিক শিক্ষায় অভিগম্যতা সবার জন্য শিক্ষা কিংবা যে কোনো শিক্ষাব্যবস্থার মান নিরূপণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির নিট হার, প্রকৃত নিট ভর্তির হার ও সমন্বিত হারের মাধ্যমে এমন তথ্য পাওয়া যায়। নিট ভর্তির হার ১৯৯৮ সালে ছিল ৭৭ শতাংশ, যা ২০১৩ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৪.৫ শতাংশে। বর্তমানে প্রাথমিকে ভর্তির হার ৯৭.৭ শতাংশ। এর বিপরীতে ঝরে পড়ার হার ২০.৯ শতাংশ।

এ প্রসঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান জানান, ঝরে পড়া রোধে উদ্বুদ্ধকরণ সভা, উঠান বৈঠক, হোম ভিজিট, আনন্দ স্কুলের মাধ্যমে ভর্তিকরণ, শিশুদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তিপ্রদান রদ ইত্যাদি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বাড়ানো হয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপবৃত্তি, স্কুলে-স্কুলে এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

এগিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) দুপুরে পুষ্টিবিস্কুট বিতরণ। অনেক জায়গায় দুপুরে খাবারের (ডে-মিল) ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষা গবেষক খায়রুল আলম মনির আমাদের সময়কে বলেন, শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির সঙ্গে তাদের বয়স, পিতা-মাতার শিক্ষা ও পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তার সূচকের সম্পর্ক আছে। শিশুকে বিদ্যালয়মুখী করার আগ্রহ বেশি থাকে সেসব পরিবারের যাদের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালো এবং পিতা-মাতার শিক্ষার প্রতি আগ্রহী। তাই শিশুকে ধরে রাখতে হলে বিদ্যালয়গুলোরও প্রচেষ্টা থাকতে হবে। তিনি বলেন, বিদ্যালয়গুলোয় সরকার ও ব্যবস্থাপনা কমিটির নিয়মিত তদারকি জোরদার করতে হবে। শুধু খাবারের জন্যই যে শিশুরা বিদ্যালয়ে থাকবে, তা সব স্থানের শিশুদের জন্য প্রযোজ্য নয়। বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বাড়াতে সবার আগে পিতা-মাতা ও বিদ্যালয়ের শিক্ষককে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল হতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. আবুল এহসান বলেন, সময়ের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক শিক্ষায় অভিগম্যতা বেড়েছে, এটা অবশ্যই ইতিবাচক। বেড়েছে ভর্তির হার। এতে বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশুর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। তিনি বলেন, এখন চ্যালেঞ্জ হচ্ছে শিশুদের ঝরে পড়া রোধ ও দক্ষতা বাড়ানো। এজন্য প্রয়োজন বিদ্যালয় কিংবা এবতেদায়ি মাদ্রাসায় নিয়মিত শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বাড়ানো। প্রাথমিকে কখন উপস্থিতি কত বা এবতেদায়িতে উপস্থিতি কেমন, এসব নিয়মিত মনিটরিং করা উচিত। ঠিকমতো মনিটরিংয়ের অভাবেই আশানুরূপ উপস্থিতি বাড়ছে না।

এডুকেশন ওয়াচের তথ্যানুযায়ী, ২০১৩-১৪ সালে যেসব শিক্ষার্থী প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল, তাদের মধ্যে ৮৬.৮ শতাংশ পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত টিকে ছিল। ৭৯.২ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে। এতে দেখা যাচ্ছে, প্রায় ২০ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা পূর্ণ করার আগেই ঝরে পড়ছে। তবে বিদ্যালয়বহির্ভূত শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯৮ সালে ৬-১০ বছর বয়সী ৩৮ লাখ শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে ছিল। এই সংখ্যা কমে ২০০০ সালে ৩৪ লাখ ও ২০০৫ সালে ২৩ লাখ হয়, যা ২০০৮ সালে একই ছিল।